সংবাদ

তারিখ 25 JUN 2012
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

ঢাকা : সোমবার ১১ আষাঢ় ১৪১৯
Dhaka : Monday 25 June 2012

সম্পাদকীয়

সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করুন

আমাদের এক সহযোগী ইংরেজি দৈনিকের খবরে বলা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী দেশের সব মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ জাতীয়করণের দীর্ঘদিনের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। এমপিওভুক্ত নয়, এমন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্দোলনের মুখে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে আন্দাজ করা হচ্ছে। তবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা যেমন কঠিন তেমনি ব্যয়বহুল। ব্যানবেসের কাছে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের যে তথ্য আছে, তার ওপর ভিত্তি করে এর ব্যয়ভার নিরূপণ করতে হবে। আমরা যতদূর জানি আগামী বছরের বাজেটে এর জন্য নতুন করে কোন অর্থ বরাদ্দ নেই। তবে কাজটা করা হলে এমপিওভুক্তি নিয়ে দরকষাকষি এবং এমপিদের তদবির ও ডিও লেটার লেখা বন্ধ হবে। সমস্যা হবে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজগুলোর শিক্ষক এবং কর্মচারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা নির্ণয় করা নিয়ে।

এর আগে রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দাবির মুখে সরকার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণের সিদ্ধান্তের কথা বলেছে। দেশে বিভিন্ন বেসরকারি কলেজ বা স্কুল সরকারিকরণের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট তাঁরা জানান, যে কোন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে 'সরকারি' করার সিদ্ধান্ত হলে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন- শিক্ষক-কর্মচারীদের যোগ্যতা এবং জাতীয়করণের আভাস পেলে নতুন অযোগ্য ব্যক্তি নিয়োগের হুড়াহুড়ি শুরু হয়। প্রশ্নটি শুধু অর্থের নয়। তাছাড়া অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয় কতিপয় ব্যক্তিকে চাকরি দেয়ার জন্য। ফলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পর্যাপ্ত হয় না এবং ভুয়া শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নাম থাকে। যেমন কিছুদিন আগে ভুয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারি অর্থ চলে যাওয়ার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়েছিল। সরকার সবার আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সমস্যা সমাধান করে 'সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা' নিশ্চিত করার দিকে মনোনিবেশ করলে দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটবে। প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত না করে পরবর্তী পর্যায়গুলোতে হাত দেয়া কঠিন হবে। গত মাসের ২৭ তারিখ প্রধানমন্ত্রী দেশের ২২ হাজার ৯৬১টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়েছেন। এ কাজে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে আমরা জানতে পারিনি। তবে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে বলা হচ্ছে, স্বাধীনতার পর পর বঙ্গবন্ধু দেশে ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেছিলেন। এবার আমরা সব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের অপেক্ষায় থাকব।

বর্তমানে প্রায় ২৮ হাজার বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। প্রতিবছর ৫ হাজার কোটি টাকা সরকারকে দিতে হয় এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য খরচ বাবদ। তার ওপর ৮ হাজার মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় আছে। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকারা সরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের অর্ধেক বেতন পেতেন। এখন এমপিওভুক্তির পর বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সমান বেতন পান। বর্তমানে দেশে ২৭৪টি সরকারি কলেজ ও মাদ্রাসা এবং ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুল আছে। এ সবের পাশাপাশি সব বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হলে যে ধরনের অর্থের প্রয়োজন হবে তার সংস্থান করা সরকারের জন্য কঠিন হবে।